বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

বঙ্গবন্ধু, যে নামটির সাথে জড়িয়ে রয়েছে একটি দেশ, একটি জাতি এবং একটি মানচিত্র ও লাল সবুজের পতাকা। বঙ্গবন্ধু একটি আলোকবর্তিকা, যিনি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি সোনার বাংলার যেখানে মানুষ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ জীবন যাপন করে। জীবনের একটি বিরাট অংশই স্বাধীন ও সোনার বাংলা বিনির্মাণে তিঁনি কাটিয়েছেন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। অবশেষে স্বপ্নদ্রষ্টা সেই রাজনীতির মহাকবির হাত ধরেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ নামক একটি দেশের উপাখ্যান রচিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তিনি সোনার বাংলা বিনির্মাণে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় খাতসমূহের উন্নয়নে দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন রোল মডেলের মাধ্যমে দেশকে ঢেলে সাজান। স্বপ্নসারথি ও দূরদর্শী নেতৃত্ব গুণের কারনে তিনি বাংলাদেশের অপার সৌন্দর্য্যকে বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাবনাময় পর্যটন খাতের উন্নয়নে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির ১৪৩ নং আদেশবলে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গোড়াপত্তন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই।

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে পর্যটন একক বৃহত্তম অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। পর্যটন শিল্পের বহুমাত্রিকতার কারণে এটি শ্রমঘণ শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে যা বিশ্বের বৃহদাকার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একটি দেশ ও তার অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিকে বেগবান করতে সেদেশে আগত ইনবাউন্ড ট্যুরিস্টগণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বহিঃবিশ্বে পর্যটন শিল্পের কার্যকর প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে এশিয়ার অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ও বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঠিক নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ পথপরিক্রমায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পাশে পেয়েছে পর্যটন বিষয়ক বিভিন্ন প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার, পর্যটন সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহ। বহিঃবিশ্বে কার্যকর প্রচারণার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে এ যাবতকালে আয়োজিত সর্ববৃহৎ ইভেন্ট ICC World Cup 2011 এর লোকাল পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণকে উপস্থাপন করে। এসময় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রথমবারের মত "Beautiful Bangladesh-The School of Life" ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে যা দেশে ও বিদেশে ব্যপকভাবে সমাদৃত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড Land of Stories ও Land of Rivers প্রোমোশনাল ভিডিও প্রস্তুত ও প্রচার করে যা বহিঃবিশ্বে পর্যটন খাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।

বাংলাদেশে ইনবাউন্ড ট্যুরিস্টেদের আগমন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রোমশনাল ক্যাম্পেইন Visit Bangladesh 2016 এর উদ্বোধন করেন যা পরবর্তীতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এ ক্যাম্পেইনের আওতায় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক ঢাকা, কুয়াকাটা, কক্সবাজার, সুন্দরবন, সিলেটসহ প্রধান পর্যটন গন্তব্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে র‍্যালী, কর্মশালা, বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটনের সোর্স মার্কেট ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইংল্যান্ড, ইটালিসহ বিভিন্ন দেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ও রোডশোতে স্টেকহোল্ডারসহ অংশগ্রহণ

করে থাকে। এসকল মেলার মাধ্যমে ট্যুর অপারেটরগণ বিটুবি সেশনে অংশগ্রহণ করে যা তাঁদেরকে বিভিন্ন ট্যুর প্যাকেজ ও ব্যবসায়িক চুক্তির সুযোগ করে দেয়। এছাড়াও এসকল মেলা ও রোডশোতে বাংলাদেশের পর্যটন গন্তব্য বিষয়ক উপস্থাপনা, মিডিয়া মিটিং, সরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন গন্তব্যের প্রচার করা হয়। ফেম ট্যুর (Familiarization Tour) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক গৃহিত কার্যকর প্রচার কার্যক্রমে অন্যতম অনুষংগ। প্রতিবছর আয়োজিত এ ফেম ট্যুরের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের সোর্স মার্কেট হতে পর্যটন বিষয়ক সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মী এবং ট্যুর অপারেটেরগণকে বাংলাদেশ ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে সাংবাদিকগণ স্ব স্ব মিডিয়ায় বাংলাদেশের পর্যটন গন্তব্যের খবর প্রচার করে এবং ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশের পর্যটন গন্তব্য তাদের আইটিনারিতে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ১১ টি দেশের ২৭ জন পর্যটন বিষয়ক সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মী নিয়ে একটি সফল ফেম ট্যুরের আয়োজন করে।

পর্যটন বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যেমন United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Pacific Asia Travel Association (PATA), The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC), Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), The Indian Ocean Rim Association (IORA), Developing-8 (D8) সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে যা বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও UNWTO কর্তৃক আয়োজিত General Assembly, PATA কর্তৃক আয়োজিত PATA Board Meeting, SESRIC কর্তৃক আয়োজিত Tour Operator Award প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন সংগঠনের পর্যটন বিষয়ক নানাবিধ কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স এবং সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে।

পর্যটন শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিবছর ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড, কমিনিউটি বেইজড ট্যুরিজম প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। এর মাধ্যমে পর্যটন শিল্পে দক্ষ ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড তৈরী হচ্ছে। টেকসই ও দায়িত্বশীল পর্যটন গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ও United Nation Volunteer এর যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যে ভলন্টিয়ার গ্রুপ তৈরী করছে। পর্যটন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড জেলা প্রশাসনের সহায়তায় দেশব্যাপী অনলাইনে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করছে যেখানে সরকারী কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিগণ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, উন্নয়নকর্মীসহ, স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন শিল্পে আন্তর্জাতিক দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ট্রেনিং একাডেমী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করেছে।

ট্যুরিজম মাস্টার প্লান যেকোন দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর পদক্ষেপ যা দেশের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজাতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বাংলাদেশের পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য দেশী ও বিদেশী পর্যটন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি ফার্ম কাজ করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি আঠার মাসব্যাপী তিনটি পর্যায়ে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের জন্য উপযোগী একটি মাস্টার প্লান প্রস্তুত করবে। এটি বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা এবং সমস্যা ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কৌশল প্রণয়ন করবে যা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে নবদিগন্তের সূচনা করবে।

দেশী ও বিদেশী ট্যুরিস্টদের পর্যটন গন্তব্যে আকর্ষণের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো গন্তব্যসমূহে মৌলিক সুবিধাদি সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্যে মৌলিক সুবিধাদি উন্নয়নের জন্য জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কাজ করছে। এছাড়া বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক পর্যটন গন্তব্যে ট্যুরিস্টদের সুবিধার্থে কফিশপ, স্যুভিনার শপ সম্বলিত আধুনিক রেস্টরুম ও ওয়াশরুম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণন বর্তমান সময়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন কার্যক্রম। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ডিজিটাল মার্কেটিং কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে Beautiful Bangladesh নামে ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার, লিংকডইন, ইনস্টাগ্রাম এবং পিন্টারেস্ট প্লাটফর্ম প্রস্তুত করেছে। Facebook: www.facebook.com/BeautifulBangladeshTravel; Twitter : www.twitter.com/Beautifulbd365; Instagram: www.instagram.com/beautifulbangladeshofficial; Linkedin : www.linkedin.com/company/beautifulbangladesh; Youtube: www.youtube.com/BeautifulBangladeshOfficial এসকল প্লাটফর্মে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের প্রচার ও প্রসারে লক্ষ্যে পর্যটন গন্তব্যের স্টোরি, ফটো, ভিডিও ক্লিপস, বিভিন্ন ক্যাম্পেইন, ট্রাভেল শো, ট্যুরিজম ক্যাটাগরি ভিত্তিক পোস্ট প্রদান করা হচ্ছে। এসকল প্লাটফর্মে দেশী ও বিদেশী ব্যবহারকারী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের ফেসবুক পেজে ফলোয়ার সংখ্যা দুই লক্ষ। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন শিল্পের কার্যকর প্রচারের লক্ষ্যে অতি সম্প্রতি Beautiful Bangladesh নামে একটি প্রোমশনাল ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে এর এড্রেস হচ্ছে www.beautifulbangladesh.gov.bd যা ট্যুরিস্টদের জন্য One Stop Service হিসেবে কাজ করবে। ডিজিটাল কনটেন্ট যেমন Audio Visual Content, Social Media Content, Animated Video নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে ৭০০ টি ভিডিও ক্লিপস, ৫০০ টি ফটো, ১৫০ টি এনিমেটেড ভিডিও, ০৫ টি ডকুমেন্টারি নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসে Tiger Roar নামক দুইটি ই-নিউজলেটার এবং প্রতি তিন মাস অন্তর একটি নিউজ লেটার প্রস্তুত ও প্রচার করা হচ্ছে। Andriod ও iOS ভিত্তিক দুটি পর্যটন বিষয়ক এপ্লিকেশন নির্মানের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

কোভিড ১৯ থমকে দিয়েছে পুরো বিশ্ব যা বিশ্বের পর্যটন ও এভিয়েশন খাতকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। এর প্রভাব বাংলাদেশেও বিদ্যমান। এটি বাংলাদেশে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি ও প্রায় ৫ লক্ষের অধিক মানুষের কর্মসংস্থান হ্রাস করেছে। পর্যটন শিল্পের এ ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে এবং পর্যটন শিল্প পুনঃচালুকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ট্যুরিস্ট, ট্যুর অপারেটর, ট্রান্সপোর্ট, পর্যটন কেন্দ্র, হোটেল, বিনোদন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন খাতের জন্য "কোভিড ১৯ চলাকালে পর্যটক ও পর্যটন খাতের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা" প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিদেশী ট্যুরিস্টদের কোভিড নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান এবং বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের পুনঃচালুকরণ বিষয়ে Reviving Happiness বিষয়ক একটি টেলিভিশন কমার্শিয়াল (ভিডিও) প্রস্তুত এবং প্রচার করা হয়েছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মান ছিল জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরনে অর্থনীতির অন্যান্য খাত যেমন গার্মেন্টস, রেমিট্যান্স ইত্যাদির মত বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্ব ও অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের কার্যকর অবদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ এশিয়ায় অর্থনীতিতে রোল মডেল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে এদেশে ইনবাউন্ড ট্যুরিস্টেদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ইনবাউন্ড ট্যুরিস্টদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে অবদান রাখবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।